

২. স্কুল্যবোর্ধ ও নৈতিকতার ধারণা:

স্কুল্যবোর্ধ:

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অংকুল মানুষের সামগ্রিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাহেই আমরা স্কুলত স্কুল্যবোর্ধ বলে থাকি। সমাজে জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড মে অকল নীতিমালার স্বাৰ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক স্কুল্যবোর্ধ বলে।

এম. আর. উইলিয়াম (M.R. William) এর মতে, "স্কুল্যবোর্ধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রবান মানদণ্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী জেন লেনন এর মতে,

Social value embraces a range of qualities for a place such as spiritual, traditional,

economic, political or national qualities which are valued by the majority or majority group of the place."

অর্থাৎ, সাম্প্রদায়িক স্বল্যবোর্ধ বসতে কোন জ্ঞান বা এলাকার ধর্মীয়, ঐতিহ্যপূর্ণ, অর্থনৈতিক বা জাতীয় গুণাবলিকে বুঝায়, যা ঐ জ্ঞানের অধিকাংশ বা স্বল্পসংখ্যক লোক পালন করেন।

### নৈতিকতা:

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা অন্যায় করতে পারেন না এবং ন্যায় বোর্ধের উদ্ভব হচ্ছে জ্ঞান (Knowledge) এবং অন্যায়বোর্ধের উদ্ভব হচ্ছে অজ্ঞান (ignorance)।

পরবর্তীতে রোমান দার্শনিকরা আচারনের অর্থে অর্থে "mass" কথাটি ব্যবহার করেন, ল্যাটিন এই "mass" শব্দ থেকেই Marals এবং Morality (নৈতিকতা) শব্দের উদ্ভব হয়েছে। নীতিবিদ স্মুর বলেছেন, "সুওর প্রতি অনুরাগ ও অসুওর প্রতি বিরোধই হচ্ছে নৈতিকতা।"



Cambridge International Dictionary of English - এ বলা হয়েছে যে, নৈতিকতা হলো,

"ভালো-মন্দ আচার, স্বচ্ছতা, অত্যাচার ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুণ যা প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব করে থাকে।"

২. আইনের উৎস:

আইনের উৎসসমূহ :-

১. প্রথা
২. ধর্ম
৩. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত
৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
৫. ন্যায়বোধ
৬. আইন পরিষদ
৭. জনমত
৮. প্রক্সাননিক ঘোষণা
৯. সংবিধান

নিম্নে আইনের উৎসসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো:-

## ২. প্রথা:- (Custom)

প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অবিকারিত জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে। তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত্ব ছিল না তখন প্রচলিত প্রথা, অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্যে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের সন্মানে অর্জন করে। ব্রিটেনের আধার আইন একপ প্রথাভিত্তিক।

## ৩. ধর্ম (Religion):-

ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমক আইন ধর্মীয় বিধানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু ন ছিল না।



### ৭. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত:-

বিচার করা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন। অসম্মত ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেন অথবা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করা যখন দেশ বিরাটমান আইন দ্বারা সম্মত ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করতে সমর্থ হয় না। তখন তারা নিজেদের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অটঙ্কিতা থেকে নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথাযথ বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তীতে এসব বিচারকগণ প্রণীত আইন (Judge-Made) law) অন্যান্য বিচারকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। ইংলিশ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার প্রতি সার্শাল, হিউজেস প্রমুখ বিচারক এভাবে বহু নতুন আইন সৃষ্টি করেছেন।

### ৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Discussion):

প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান ও সারগর্ভ আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং লিখিত গ্রন্থসমূহ আইনের উন্নয়ন হিসাবে কাজ করে।

### ৫. ন্যায়বোধ (Equity):-

আইন নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল বিধান, কিন্তু সমাজ জীবন পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। দেশে প্রচলিত আইন মতন সুহাপযোগী বিবেচিত হয় না বা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কঠোর বা অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে বিচার করা তখন তাদের ক্ষতিবুদ্ধি। অচেতন বিচারবুদ্ধি স্মারিক সেই আইনের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন কিংবা নতুন আইন তৈরি করেন। বিচারকের ন্যায়বোধ থেকে এভাবে অনেক নতুন আইন প্রণীত হয়েছে।

### ৬. আইন পরিষদ (Legislature):-

আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ। আইন সভা জনসভার মাধ্যমে নির্দিত রেখে আইন প্রণয়ন করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন, আইন পরিষদ শুধু নতুন আইন তৈরি করে না, প্রচলিত

আইন অংগীকৃত করে তা সুশাসনমূলক করে তোলে।

৭. জনমত : (Public opinion):-

ওপেনহার্ট, হল প্রমুখ অন্যান্য জনমতকে আইনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।

৮. প্রশাসনিক ঘোষণা (Administrative declaration)

বর্তমানে আইন বিভাগের দায়িত্ব ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। এই জটিলতার কারণে আইন বিভাগ তার কর্তব্য সূচক রূপে সমাধান করতে অক্ষম হয়, তাই আইন সভা তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বহুমাংশ শাসন বিভাগীয় কর্মবর্তাদের হাতে অর্পণ করে। এভাবে অর্জিত ক্ষমতা বলে জারিকৃত ঘোষণা ও আইনসমূহকে প্রশাসনিক আইন বলে।

৯. সংবিধান (Constitution):-

সংবিধান আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।



অধিবাসনের নির্দেশিত পথ ধরে আইনমতা আইন তৈরি করে।

### ৩. স্বাধীনতার মূল বিষয়বস্তু:-

স্বাধীনতার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে কাজে কর্মের মাধ্যমে অন্যের স্বাধীনতা খর্ব না করা। সমাজ হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন, "স্বাধীনতা বলতে শুল্ক মতো কাজে করা বোঝায়, যদি উক্ত কাজ দ্বারা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগ বারবার সৃষ্টি না হয়।"

অর্থাৎ স্বাধীনতার অস্তিত্ব কোনো সমাজেই থাকতে পারে না। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি অনিয়ন্ত্রিত ও অসম্মানিত স্বাধীনতা উপভোগ করতে চাই তাহলে একের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের সাথে অন্যের সংগ্রাম দেখা দেবে। সমাজে অদ্বৈতের অর্বক্ষীণ কল্যাণ ও নিশ্চিন্তা নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যক্তির আচার-আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যিক।



### ৪. আইন স্বাধীনতা ও আইনের পারস্পারিক সম্পর্ক :-

আইন স্বাধীনতা ও আইনের স্বার্থে পারস্পারিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান, যদিও আইন স্বাধীনতার উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে আইনের স্বার্থেই সকলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। আইন না থাকলে অবাধ স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে একজনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগের স্বার্থে অন্যের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে দিতে আইনের স্বার্থে সাম্য প্রতিষ্ঠা তথা- সকলের সমান অধিকার, সমান সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। আইনের অবর্তমানে সকলের অত্যাচারের দুর্বলের অধিকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আইন না থাকলে সমাজে জীবনে উদ্ভাবন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব শুরু হয়। এতে স্বাধীনতা ও আইনের ব্যাঘাত ঘটে।

অতএব, আমরা বলতে পারি, আইন সাম্য ও স্বাধীনতা পারস্পারিকভাবে সম্পর্কযুক্ত।